চ্যাটজিপিটি ব্যবহারে চিকিৎসকদের সতর্কতা

মার্কিন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ের তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির দেওয়া স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ নির্ভুল নয়। আর তাই স্বাস্থ্য পরামর্শ জানতে চ্যাটজিপিটি ব্যবহারে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড স্কুল অব মেডিসিনের একদল গবেষক। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টির একদল গবেষক চ্যাটজিপিটির কাছে স্তন ক্যানসার রোগ সম্পর্কে জানতে ২৫টি প্রশ্ন করেন। ৮৮ শতাংশ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেও সেগুলো বিস্তারিতভাবে জানাতে পারেনি চ্যাটজিপিটি। শুধু তা–ই নয়, প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য পুরোনো তথ্যও ব্যবহার করেছে। আর তাই স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ জানতে চ্যাটজিপিটি ব্যবহারে সবাইকে সতর্ক করেছেন তাঁরা।

রেডিওলজি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের তথ্য অনুযায়ী, একই প্রশ্নের একাধিক উত্তর দিয়েছে চ্যাটজিপিটি। অর্থাৎ, একই প্রশ্ন একাধিকবার করা হলে ভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়। আর তাই চ্যাটজিপিটির কার্যকারিতা পরখ করতে, স্তন ক্যানসারবিষয়ক একই প্রশ্ন তিনবার করেন গবেষকেরা। এরপর চ্যাটজিপিটির দেওয়া উত্তর ম্যামোগ্রাফিতে দক্ষ তিনজন রেডিওলজিস্ট বিশ্লেষণ করেন। এতে দেখা যায়, উত্তরের ৮৮ ভাগ সঠিক এবং খুব সহজে সেগুলো বোঝাও যায়। তবে কিছু উত্তর সঠিক ছিল না, এমনকি কাল্পনিক ছিল বলে সতর্ক করেন তাঁরা। ফলে চ্যাটবটের দেওয়া উত্তর জেনে রোগীরা বিভ্রান্ত হতে পারেন।

গবেষকদের অন্যতম সদস্য ডা. পল ই বলেছেন, ‘স্তন ক্যানসারের লক্ষণ, কারা ঝুঁকিতে রয়েছেন, চিকিৎসা খরচ, বয়স ও ম্যামোগ্রামের তথ্য সঠিকভাবে দিয়েছে চ্যাটজিপিটি। তবে অন্যান্য প্রশ্নের ক্ষেত্রে চ্যাটজিপিটি বেশ কিছু ভুয়া জার্নাল বা হেলথ কনসোর্টিয়ামের নিবন্ধের সূত্র উল্লেখ করে ভুল উত্তর দিয়েছে। আর তাই স্বাস্থ্যবিষয়ক পরামর্শ পেতে চ্যাটজিপিটির বদলে চিকিৎসকদের ওপরই নির্ভর করা উচিত।’

গত বছরের নভেম্বরে প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের অর্থায়নে ওপেনএআই চ্যাটজিপিটি উন্মুক্ত করার পর প্রযুক্তি দুনিয়ায় ব্যাপক আলোচনা তৈরি হয়। বর্তমানে লাখ লাখ ব্যবহারকারী প্রতিদিন এই

প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। মাইক্রোসফটসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের বিভিন্ন সেবায় চ্যাটজিপিটি যুক্ত করেছে। তবে চ্যাটজিপিটির নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান স্বীকার করেছে, চ্যাটজিপিটি সব সময় সঠিক উত্তর নাও দিতে পারে।

সূত্র: ডেইলি মেইল

মাইক্রোসফট এজে যুক্ত হলো নতুন কিছু টুল

মাইক্রোসফট বিং-এ যুক্ত হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নানা টুল। ডেল-ই টেকনোলজি নামে নতুন এই প্রযুক্তি যুক্ত হয়েছে বিং চ্যাটবটে। বিং ইমেজ ক্রিয়েটর নামে নতুন এই ফিচারটি ডেস্কটপ এজ ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

যেকোনো টেক্সট প্রম্পটের মাধ্যমে এখন সহজেই ছবি জেনারেট করা যাবে। তাছাড়া প্রতিবারই চারটি ভিন্ন ছবি তাদের দেখানো হবে। এক ব্লগপোস্টে এই নতুন ফিচারের কথা জানানো হয়েছে।

প্রথমে এজের সাইডবারে ‘+’ আইকনে ক্লিক করতে হবে। এটি বাদেও একটি ড্রপ ফিচারও তারা যুক্ত করেছে। মাইক্রোসফট এজই প্রথম ব্রাউজার যা এমন ফিচার চালু করেছে। শীঘ্রই এই ফিচার স্মার্টফোনেও যুক্ত হবে।

গুগলে আসছে এআই সার্চ

গুগলের সিইও সুন্দার পিছাই সম্প্রতি ওয়ালস্ট্রিট জার্নালকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, গুগল তাদের এআই সার্চ নিয়ে কাজ করছে। এমন পদক্ষেপ নিলে সার্চ ইঞ্জিনের সক্ষমতা আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি

পাবে।

তবে সাক্ষাৎকারে তিনি এও জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা সার্চ ইঞ্জিনে এআই চ্যাটবট ক্ষতিকর কিছু নয়। যদিও সারাবিশ্বে এআই চ্যাটবট নিয়ে নানা শঙ্কার কথা শোনা যাচ্ছে। তিনি এসব ধারণাকে অমূলক ভাবছেন।

গুগল, মেটা, মাইক্রোসফটসহ বড় টেক জায়ান্টরা ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার বাড়াচ্ছে। নতুন ও অভিনব উপায়ে কে কত ভালো করবে তা নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা। গুগল সবসময়ই গ্রাহকের কাছে বেশি জনপ্রিয়। সার্চ ইঞ্জিনে যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা যায় তাহলে ব্যবহারকারীরা আরও সুবিধা পাবে বলেই বিশ্বাস।

সূত্র: ইত্তেফাক

টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে পুরোনো নীল টিক মুছে ফেলার কার্যক্রম শুরু

পুরোনো নীল টিকযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে সেটি মুছে ফেলার কার্যক্রম শুরু করেছে টুইটার। এরই ধারাবাহিকতায় হঠাৎ করেই ‘টুইটার ভেরিফায়েড’ অ্যাকাউন্ট থেকে গণহারে সব নীল টিকযুক্ত অ্যাকাউন্ট আনফলো করেছে খুদে ব্লগ লেখার সাইটটি।

সাধারণত টুইটারের যাচাই করা এবং নীল টিকযুক্ত অ্যাকাউন্ট ফলো বা অনুসরণ করে থাকে টুইটার ভেরিফায়েড। টুইটারে নীল টিক চালুর পর থেকে এমনটিই হয়ে আসছে। কিন্তু হঠাৎ করেই টুইটার ভেরিফায়েডের অনুসরণ করা অ্যাকাউন্টের সংখ্যা শূন্য দেখা যাচ্ছে।

১ এপ্রিল থেকে পুরোনো নীল টিকযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে তা মুছে ফেলার ঘোষণা দিয়েছিল টুইটার। কিন্তু এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে পুরোনো নীল টিক মুছে ফেলা হয়নি। আর তাই ধারণা করা হচ্ছে, টুইটার ভেরিফায়েড অ্যাকাউন্ট থেকে গণহারে সব

নীল টিকযুক্ত অ্যাকাউন্ট আনফলো করার মাধ্যমে পুরোনো নীল টিক মুছে ফেলার কার্যক্রম শুরু করেছে টুইটার কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, গত বছর টুইটার কেনার পরপরই অর্থের বিনিময়ে নীল বা ব্লু টিক চালু করেছিলেন টুইটারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে অর্থের বিনিময়ে অনেকেই নিজেদের অ্যাকাউন্টে নীল টিকযুক্ত করেন। শুধু তা-ই নয়, বেশ কিছু ভুয়া অ্যাকাউন্টেও যুক্ত হয় নীল টিক। সমস্যা সমাধানে গত বছরের ডিসেম্বর থেকে ব্যবহারকারীদের ফোন নম্বর ও পরিচয় যাচাই করে নতুন করে নীল টিক দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করে টুইটার। নতুন এ উদ্যোগের আওতায় ফোন নম্বর ও পরিচয় যাচাই করা টুইটার অ্যাকাউন্টগুলোতেই শুধু অর্থের বিনিময়ে নীল টিক ব্যবহার করা যাবে।

কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা মাসে আট ডলারের বিনিময়ে নীল টিকের সুবিধা ব্যবহার করতে পারলেও আইফোন ও অ্যান্ড্রয়েড ফোনে নীল টিক যোগ করতে খরচ হয় ১১ ডলার। ফলে নীল টিক ব্যবহারের জন্য টুইটার ব্যবহারকারীদের মাসে কমপক্ষে ৮ ডলার খরচ করতে হবে। তবে সব দেশে এখনো নীল টিক ব্যবহারের সুযোগ চালু হয়নি।

সূত্র: ইন্ডিয়া টুডে

বিজ্ঞাপন তৈরির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুল আনছে মেটা

পণ্য ও সেবার প্রচারণায় ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেন অনেকেই। এ জন্য বিজ্ঞাপনের নকশাও তৈরি করেন তারা। কিন্তু ভালোমানের বিজ্ঞাপনের নকশা তৈরি করা সহজ নয়। ফলে অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে হয়। তবে চিন্তার কিছু নেই, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ভালোমানের বিজ্ঞাপন তৈরির সুযোগ দেবে মেটা। এ জন্য কাজও শুরু করেছে ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠানটি।

এ বিষয়ে মেটার প্রধান প্রযুক্তি কর্মকর্তা (সিটিও) অ্যান্ড্রু

বসওয়ার্থ বলেছেন, বিজ্ঞাপন তৈরির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর টুল আনতে কাজ করছে মেটা। টুলটির মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সহজেই ভালোমানের বিজ্ঞাপন তৈরি করতে পারবেন। শুধু তা–ই নয়, নির্দিষ্ট শ্রেণির ক্রেতাদের জন্য আলাদা বিজ্ঞাপনও তৈরি করা যাবে। চলতি বছরেই টুলটি উন্মুক্ত করা হবে।

গত ফেব্রুয়ারিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সুবিধা চালুর জন্য নতুন একটি দল গঠন করেন মেটার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মার্ক জাকারবার্গ। সে সময় তিনি জানিয়েছিলেন, ইনস্টাগ্রামের ফিল্টারসহ ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ও মেসেঞ্জারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তিনির্ভর চ্যাটবট যুক্তের জন্য কাজ করছে মেটা।
ধারণা করা হচ্ছে, মেটার এ উদ্যোগের অংশ হিসেবেই বিজ্ঞাপন তৈরির উপযোগী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুল তৈরি করছে প্রতিষ্ঠানটি।

উল্লেখ্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুলের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভালোমানের বিজ্ঞাপন তৈরির জন্য কাজ করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এরই মধ্যে ওপেনএআইয়ের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির মাধ্যমে ভিডিও তৈরির কার্যক্রম শুরু করেছে মুভিও, সিকোইয়া ক্যাপিটাল চায়না এবং বাইডু ভেঞ্চার।
সূত্র : টেক ক্রাঞ্চ

চ্যাটজিপিটির লাগাম টানতে ইউরোপজুড়ে আলোচনা

প্রযুক্তি দুনিয়ার এখন সবচেয়ে আলোচিত বিষয় মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইয়ে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাচালিত (এআই) চ্যাটবট চ্যাটজিপিটি। কিন্তু সম্প্রতি প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির ব্যবহার সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে ইতালি। দেশটির সরকারি তথ্য সুরক্ষা সংস্থা জানিয়েছে, ডিজিটাল দুনিয়ায় তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার উদ্দেশ্যে চ্যাটজিপিটি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতালির এই সিদ্ধান্তের

পর ইউরোপের অন্যান্য দেশও চ্যাটজিপিটিকে নিষিদ্ধ বা কঠোর বিধিনিষেধ দেওয়া যায় কি না, এ বিষয়ে আলোচনা করছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে নিরাপত্তা উদ্বেগের কারণে জার্মানিতে চ্যাটজিপিটির ব্যবহার নিষিদ্ধ হতে পারে বলে জানিয়েছে দেশটির তথ্য সুরক্ষা কমিশনার। ফ্রান্স ও আয়ারল্যান্ডের নিয়ন্ত্রক সংস্থাও চ্যাটজিপিটির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার বিস্তারিত তথ্য জানতে ইতালির সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

চ্যাটজিপিটির বিষয়ে আয়ারল্যান্ডের তথ্য সুরক্ষা কমিশনারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ‘আমরা ইতালির নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি। বিষয়টি নিয়ে আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত সব দেশের তথ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।’

ধারণা করা হচ্ছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের তথ্য সুরক্ষা নিয়মাবলি চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআইকে মানতে বাধ্য করতেই চ্যাটজিপিটির ব্যবহার সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করেছে ইতালি। একই কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নিয়ন্ত্রক সংস্থাও তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের বিষয়ে ওপেনএআইয়ের কাছে জানতে চেয়েছে। এ বিষয়ে ওপেনএআই জানিয়েছে, চ্যাটজিপিটির কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রশিক্ষণে ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহার কমানোর জন্য কাজ চলছে।
সূত্র: রয়টার্স

ভিডিও কলের পটভূমিতে সবুজ পর্দা ব্যবহার করা যাবে মাইক্রোসফট টিমসে

বিভিন্ন প্রয়োজনে আমরা অনেকে নিয়মিত ভিডিও কল বা ভিডিও চ্যাট করে থাকি। কখনো আবার অফিসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করতে হয় ভিডিও কলের মাধ্যমে। তবে ভিডিও কলের সময় পেছনের দৃশ্যের কারণে অনেক সময়

বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। আর তাই ভিডিও কলের সময় ভার্চ্যুয়াল পটভূমি ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে থাকে মাইক্রোসফট টিমস। কিন্তু ভার্চ্যুয়াল পটভূমি ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীর চেহারা তেমন উজ্জ্বলভাবে দেখা যায় না। সমস্যা সমাধানে ভিডিও কলের পটভূমিতে সবুজ পর্দা ব্যবহারের সুবিধা যুক্ত করেছে মাইক্রোসফটের ব্যবসায়িক যোগাযোগের প্ল্যাটফর্মটি।

মাইক্রোসফটের তথ্যমতে, ভিডিও কলের সময় পটভূমিতে সরাসরি সবুজ পর্দা ব্যবহার করা যাবে। শুধু তা–ই নয়, সবুজ পর্দার সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল পটভূমি ব্যবহার করলে বর্তমানের তুলনায় চেহারা ভালোভাবে দেখা যাবে। ফলে স্বচ্ছন্দে ভিডিও কলের সুযোগ মিলবে।

মাইক্রোসফট টিমসের প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক জ্যান স্টেবার্ল জানিয়েছেন, ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্ট সুবিধা চালু করে ভিডিও কলের পটভূমিতে সবুজ পর্দা যুক্ত করা যাবে। এরপর পছন্দের ভার্চ্যুয়াল পটভূমি নির্বাচন করলেই আগের তুলনায় স্পষ্টভাবে চেহারা দেখা যাবে।

উল্লেখ্য, বেশ কিছু অ্যাপ ও যোগাযোগের প্ল্যাটফর্মে ভিডিও কলের সময় পেছনের ছবি ঝাপসা করার পাশাপাশি ভার্চ্যুয়াল পটভূমি ব্যবহারের সুযোগ মিলে থাকে। মাইক্রোসফট টিমসে নতুন এ সুবিধা চালুর ফলে আগের তুলনায় স্বচ্ছন্দে অপরিচিত ব্যক্তি বা সহকর্মীদের সঙ্গে ভিডিও কল করা যাবে।
সূত্র: দ্য ভার্জ

কম্পিউটারেও ব্যবহার করা যাবে অ্যান্ড্রয়েডের নিয়ারবাই শেয়ার সুবিধা

নিয়ারবাই শেয়ার সুবিধা কাজে লাগিয়ে অ্যান্ড্রয়েডচালিত ফোন, ট্যাবলেট কম্পিউটারসহ বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে সহজে ফাইল আদান-প্রদান করা যায়। এবার উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটার থেকেও অ্যান্ড্রয়েডচালিত ফোন, ট্যাবলেট কম্পিউটারে ফাইল আদান-

প্রদান করা করা যাবে। নতুন এ সুবিধা দিতে উইন্ডোজের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ারবাই শেয়ার অ্যাপ উন্মুক্ত করেছে গুগল।

গুগলের তথ্যমতে, অ্যান্ড্রয়েড ডটকম ওয়েবসাইট থেকে অ্যাপটি নামিয়ে উইন্ডোজ ১০ থেকে পরবর্তী সব অপারেটিং সিস্টেমে চলা কম্পিউটারে ব্যবহার করা যাবে। অ্যাপটি ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ফাইল আদান-প্রদানের সঙ্গে যুক্ত ফোন ও কম্পিউটারে ওয়াই–ফাই ও ব্লু-টুথ অপশন চালু রাখতে হবে। এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ ১৬ ফুট দূরে থাকা ফোন বা কম্পিউটারে ফাইল আদান-প্রদান করা যাবে।

উইন্ডোজে নিয়ারবাই শেয়ার সুবিধা কাজে লাগিয়ে ফাইলের পাশাপাশি ছবি, অডিও, ভিডিওর পাশাপাশি চাইলে পুরো ফোল্ডারও আদান-প্রদান করা যাবে। ফলে ব্যবহারকারীরা দরকারি তথ্যগুলো সহজেই এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে নিয়ে কাজ করতে পারবেন। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীরা এ সুবিধা পাবেন।
সূত্র: নাইনটুফাইভগুগলডটকম

যাতায়াত অবস্থান রেকর্ড রাখছে আইফোন

‘নিয়মিত যাতায়াত করেন এমন সব জায়গার একটি গোপন তালিকা রাখে আপনার আইফোন। অর্থাত্, ঘনঘন যাওয়া সমস্ত অবস্থান যেমন, আপনার কাজের ক্ষেত্র, প্রিয় রেস্টুরেন্ট কিংবা নিয়মিত আড্ডাস্থলের গোপন তালিকা আছে আপনার আইফোনের কাছে।

আইফোনের এই ফিচারটিকে বলা হয় ‘সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনস’। যদিও কিছু আইফোন ব্যবহারকারী মনে করেন এটি বেশ কাজের। আবার অনেকে মনে করেন এটি ব্যাক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনস ফিচারটি সম্পর্কে; এটি কীভাবে কাজ করে এবং এটি নিয়ে চিন্তার কিছু আছে কি না।

আইওএস-এর সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনস ফিচার আসলে কী?

সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনগুলো মুছে ফেলে আবার নতুন করে শুরু করতে পারবেন। আর আপনি যদি এটি বন্ধ করতে চান, তাহলে একবারে ওপরের সবুজ বোতামটি টগল করুন।

সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনস কী নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ? অ্যাপলের তথ্য অনুসারে, সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনস তথ্যগুলো ব্যক্তিগত রাখতে উন্নত এনক্রিপশন ব্যবহার করে। তাদের মতে, এমনকি অ্যাপলও আপনার অবস্থান দেখতে পারে না। অ্যাপল দাবি করে, আপনার কাছে কোন অবস্থানগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা জানার জন্য আইফোন এটি করে।

এ ছাড়া অবস্থানগুলো শুধু আপনার ডিভাইসে সংরক্ষিত করা হয়। আই ক্লাউডে করা হয় না। আর আপনি যদি মনে করেন যে, এটি আপনার গোপনীয়তার লঙ্ঘন করছে। তাহলে আপনি চাইলে যেকোনো সময়ই সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনস ফিচারটি বন্ধ করে দিতে পারবেন।

তবে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আপনি চাইলে তো অ্যাপল ম্যাপসে আপনার বাসা, অফিসের ঠিকানার পাশাপাশি আপনার প্রিয় জায়গাগুলোর ঠিকানাও যুক্ত করতে পারেন। তাহলে আলাদা করে এটির প্রয়োজন কী? এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, এর মাধ্যমে আইফোন আপনাকে আরও প্রাসঙ্গিক তথ্য দেখাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আপনার প্রতিদিনের যাতায়াতের রাস্তা জানার মাধ্যমে, অ্যাপল আপনাকে ট্র্যাফিক বিষয়ক আরও প্রাসঙ্গিক তথ্য দিতে পারে।

যদিও এটি কারও কারও জন্য বেশ সহায়ক। আবার অনেকে মনে করেন এ সব তথ্য ট্র্যাকিং ঝুঁকি বাড়াতে পারে। তবে আপনি যদি এটি নিয়ে শঙ্কায় ভুগেন, তাহলে আপনি চাইলে এটি বন্ধ করে রাখতে পারেন।

এটি কি বন্ধ করে রাখা উচিত?
এখন পর্যন্ত সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনসকে নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এতে এযাবত্ কোনো নিরাপত্তা ঝুঁকি পাওয়া যায়নি। তবে আপনার আইফোনে যদি কারও এক্সেস থাকে কিংবা কেউ যদি আপনার অজান্তে আপনার আইফোনে প্রবেশ করে, সে ক্ষেত্রে তারা আপনার প্রায়শই অবস্থান করা জায়গাগুলো দেখে ফেলতে পারে। যা একটি গোপনীয়তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

তবে আপনি যদি এটি নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন থাকেন, তাহলে যেকোনো সময় সিগনিফিক্যান্ট লোকেশনস বন্ধ করে দিতে পারেন। তাই এটি নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

সূত্র: ইত্তেফাক

দাবদাহ হলে সতর্ক করবে গুগল

এবার নিজেদের অনুসন্ধান ফলাফলে দাবদাহের সতর্কবার্তাও দেখাবে গুগল। নতুন এ সুবিধা চালু হলে সার্চ ইঞ্জিনটির অনুসন্ধান বক্সে নির্দিষ্ট স্থান বা শহরের আবহাওয়ার তথ্য খোঁজ করলেই সেখানকার তাপমাত্রার পাশাপাশি দাবদাহ চলছে কি না, তা–ও জানা যাবে। শুধু তাই নয়, দাবদাহ বিষয়ে আগাম পূর্বাভাসও মিলবে।

এক ব্লগ বার্তায় গুগল জানিয়েছে, প্রতিবছর প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে বিভিন্ন দেশে অনেক মানুষ মারা যান। তাই দাবদাহ অঞ্চলে বসবাসকারীদের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে রক্ষার পাশাপাশি নিরাপদ রাখতে অনুসন্ধান ফলাফলে দাবদাহের সতর্কবার্তা দেখাবে গুগল। গ্লোবাল হিট হেলথ ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের তথ্য ব্যবহার করে এ সতর্কবার্তা দেওয়া হবে। ফলে নির্দিষ্ট অঞ্চলে দাবদাহ শুরুর সম্ভাব্য দিনক্ষণ সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা পাওয়া যাবে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এ সুবিধা সবার জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

নতুন এ সুবিধা চালু হলে গুগলের অনুসন্ধান বক্সে উত্তপ্ত আবহাওয়া এবং দাবদাহ লিখে খোঁজ করলেই ব্যবহারকারীরা আশপাশের বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা দেখতে পারবেন। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ফলাফলে স্থানীয় তাপমাত্রার তথ্য বা সংবাদনির্ভর ওয়েবসাইটের লিংক দেখা যাবে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি দাবদাহ এলাকায় ভ্রমণে আগ্রহী ব্যক্তিরাও সতর্ক হতে পারবেন।

সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড পুলিশ